সেই কবিতাটির প্রসঙ্গে

অশোক মিত্র

হয়তো সম্প্রতি 'হীরু ডাকাত' লিখে সুবিখ্যাত অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ঘটনাটি মনে আছে, হয়তো ওঁর মনে নেই, কারণ ইতিমধ্যে দুই কুড়ি বছরের বেশি সময় গড়িয়ে গেছে। ষাটের দশকে বরাবরই-কবিতা-পাগল অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একটি অতি দুঃসাহসী সাময়িক পত্রিকা— 'কবিতা-পরিচয়' প্রকাশ করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায়— এখন ক'জনই আর মনে রেখেছেন সেই অত্যাশ্চর্য অভিযানের কথা—, সারা সংখ্যা জুড়ে, পাঁচটি-ছ'টি কবিতার আলাদা-আলাদা বিশ্লেষণ ছাপা হতো, প্রতিটি বিশ্লেষণ আস্ত একটি প্রবন্ধের আকার পেত। 'কবিতা-পরিচয়'-এ যাঁরা লিখতেন, তাঁরা ভালোবেসে লিখতেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেমের বিবাহ ঘটিয়ে লিখতেন, কবিতার কী তুলনাহীন মর্যাদার স্থান বাঙালির আবেগ-প্রকোষ্ঠে, তার উদ্ধত-সুতীব্র প্রমাণ দাখিল করবার জন্যই যেন লিখতেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছিল না যে এই ধরনের পত্রিকা না বের করলে তা সমাজবিরোধিতা হবে, তাঁকে শূলে চড়ানো হবে, কিন্তু ইন্দ্রনাথ মজুমদার-অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর মতো কিছু-কিছু পাগল এখনো বাংলার পথে-ঘাটে সঞ্চরমান বলেই স্বাতন্ত্র্যের গর্ব নিয়ে টিকে আছি আমরা। কী করে এখনো টিকে আছি সেই রহস্যের যখন কেউ অনুসন্ধান করেন হঠাৎ বাইরে থেকে এসে, আমাদের ঠোঁটের প্রান্তে একটি ঠাসবুনুন জবাব তাই অন্তত তৈরি।

তবে সেই প্রয়াসও খুব বেশিদিন গড়ায়নি। হয়তো বছর পাঁচেক ধরে, নিয়ম করে কিংবা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে, 'কবিতা-পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছিল, তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল। যাঁরা কবিতা ভালোবাসতেন, ভালোবাসেন, কোনো বিশেষ একটি কবিতা একটু বিশেষ করে ভালোবাসতেন, এখনো হয়তো বাসেন, তাঁরা মাঝে-মধ্যে যে-সুযোগটি ব্যবহার করতেন সেই ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ, ভালোবাসা-জড়ানো প্রবন্ধ লিখে, তা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। কিংবা এই মাত্র প্রচণ্ড অপমান করা হলো আমার তরফ থেকে তাঁদের: কবিতাকে তাঁরা ভালোবাসেন তার প্রমাণ রাখবার জন্য নিশ্চয়ই তাঁরা ঐ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণমণ্ডিত প্রবন্ধগুলি লিখতেন না, লিখতেন অন্তঃস্থিত বিপন্ন প্রেরণার তাগিদে।

হয়তো অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে ঈষৎ অনুরোধ ছিল, হয়তো নিজের মধ্যেই

একটি আবেগ কাজ করছিল, উক্ত পত্রিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতার উপর আমার কিছু মন্তব্য কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে নিবদ্ধ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই লেখাটির প্রুফ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যথারীতি আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সংশোধন করে ফেরৎও পাঠানো হয়েছিল তা। কিন্তু, পয়া-অপয়ার ব্যাপার যদি না-ও মানি, ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকা অস্বীকার করি কী করে? 'কবিতা-পরিচয়' হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কলেজ স্ট্রীটে তখন টালমাটাল অবস্থা, ছাত্র-যুবকেরা কী-এক আলাদা ইতিহাস রচনা করছেন যেন, কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-বিন্যাস নিয়ে উদ্যমের তাই দম ফুরোলো, কে জানে ইতিহাসের নিয়ম মেনেই যা ঘটবার তা ঘটলো। জীবনানন্দের সেই কবিতা নিয়ে আমার সেই অতি-সংক্ষিপ্ত, অথচ সপ্রেম, প্রবন্ধটি হারিয়ে গেল কোথায়। এখন কোনো দলিল-দস্তাবেজ নেই যা দিয়ে এমন কি নিজের কাছেও প্রমাণ করতে পারবো, আজ থেকে একুশ বছর আগে, ঐ কবিতার সম্মোহনে আবিষ্ট আমি, যন্ত্রণা-দহিত অবস্থায় ঐ রচনাটি লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, না লিখে মুক্তি ছিল না আমার।

এবং, যদিও অন্য হাজার কবিতা হারিয়ে গেছে, জীবনানন্দ-কথিত সেই বেড়ালের মতো, উক্ত বিশেষ কবিতাটি এখনো আমার স্মৃতি জুড়ে বিচরণ করছে। একটুও হোঁচট না খেয়ে, থেমে-থেমে, আমি এখনো পুরো কবিতাটি আস্তে আস্তে আবৃত্তি করে যেতে পারি, প্রায়ই আবৃত্তি করে নিজেকে আমি শোনাই সেই কবিতাটি: 'যেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে/দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতর/নীরবে প্রবেশ করে, —বার হয়, —চেয়ে দেখে বরফের রাশি/ জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে; —উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি'/ সেই সব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মত আত্মায়: /তা হলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়/জন্ম নিত; — সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে/আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

উপমাই যেহেতু কবিতা, আমরা আক্রান্ত হই, মুহ্যমান অবস্থায় পড়ে থাকি প্রহরের পর প্রহর ধরে। অথচ কুজ্ঝটিকা সরিয়ে দিতে অসফল হই আমরা। এ কোথায় আমাদের পৌঁছে দেওয়া হলো, রহস্যের কোন্ অভেদ্য গোলকধাঁধায়? আজ থেকে সম্ভবত অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে যে-কবিতা রচিত, যে-কবিতা চল্লিশ বছরের বেশি সময় জুড়ে উদ্‌ভ্রান্ত অস্থৈর্যে আবৃত্তি করে গেছি, যাচ্ছি, যার অচিন্ত্যপূর্ব উপমার মোহিনী মায়ায় ঘোর-লাগা চেতনার-অবচেতনার বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি এই এতগুলি দশক জুড়ে, সেই কবিতার গহনে অথচ প্রবেশের অধিকার নেই আমাদের। ঐ শেয়ালদের মতোই আমাদের নির্বাক-অসহায় স্তব্ধতা, আমাদের আর্ত জিজ্ঞাসা: কাকে দেখে, জীবনের কোন্ পারে দেখে?

যে-লেখা মক্সো করে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে পাঠিয়েছিলাম আজ থেকে একুশ বছর আগে, জানি না কী ব্যাখ্যা বিধৃত ছিল তাতে, তাতে বিনীত শব্দযোজনায় আমার পরাজয়ের স্বীকারোক্তি যুক্ত ছিল কি ছিল না। উদ্ধত স্পর্ধায় কোনো গোঁজামিল জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কি আমি? 'কবিতা-পরিচয়' ইতিহাসের শরীরে বিলীন হয়ে গেছে। সে-পত্রিকায় যে-লেখা ছাপা-হতে-হতে-গিয়েও-হতে-পারলো-না তার

জন্য শোকের স্বাদ যদিও একটু আলাদা, কিন্তু স্নায়ুর অন্ধকারে যে-নিরভিসন্ধি বিচরণ করে বেড়িয়েছে, তার সংজ্ঞা তথা স্বভাবের অনুসন্ধান চলেছে এই এতগুলি বছর জুড়ে। একটি রহস্যের শরীরে অন্য-একটি রহস্য নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে।

(আংশিক)

লেখকের হ্রস্ব-দীর্ঘ (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) থেকে গৃহীত

লেখক পরিচিতি

(১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭-৯ জুলাই, ১৯৯৯) অর্থনীতিবিদ, রাজ্যের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী, 'আরেক রকম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক